Ashoke Banerjee

বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা

ক্লীভল্যাণ্ড, ওহায়ো

শারদোৎসব ৯৮

Bengali Cultural Society
Cleveland, Ohio
DURGA PUJA 98

কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে ...

কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ থেকে ক্লিভল্যানড বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থার প্রতিটি সদস্যকে জানাই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা, আমাদের শারদীয় অভিনন্দন।

১৯৭৩ সালে কিছু প্রবাসী বাঙালির মহৎ প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল আমাদের বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থা। প্রবাস জীবনেও আমাদের সনাতন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার মূল মন্ত্র নিয়ে তৈরি এই সংস্থাটি। বিগত ২৬ বছর ধরে এটি বেঁচে থাকলেও আমেরিকার পরিবর্তনশীল জীবনের চাপে এবং কঠিন বাস্তবের মোকাবিলা করতে সংস্কারমুক্ত এই সংস্থাটির লক্ষ্যের কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে বললে নিশ্চয়ই খুব একটা অত্যুক্তি করা হবেনা।

বিগত বছরগুলিতে আমরা কতটা সাফল্য অর্জন করেছি, কতটাই বা আমাদের অসাফল্য, তার তর্কে না জড়িয়ে পড়ে আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের এই সংস্থাটিকে এগিয়ে নিয়ে চলি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে, তৈরি করি সুস্থ সবল একটি পরিবেশ। এরই প্রথম পদক্ষেপে আসুন আমরা বপন করি আমাদের সজীব ও চলমান সংস্কৃতির বীজ আমাদেরই পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। তার প্রধান উদ্দেশ্য, পরের মানুষেরা যেন ফুলে ফুলে ভরিয়ে রাখতে পারে এ-সংস্কৃতির মহাবৃক্ষটিকে, সফল করে তুলতে পারে সংস্থার স্থপতিদের স্বপ্ন। এর পুরোটাই নির্ভর করছে আমাদের প্রতিটি সদস্যের উপর।

মহাশক্তির কাছে তাই প্রার্থনা করি, যেন পূর্ণ হয় আমাদের আশা, সার্থক হয় আমাদের প্রচেষ্টা।

কার্যনির্বাহক সমিতি

BENGALI CULTURAL SOCIETY
CLEVELAND, OHIO

EXECUTIVE COMMITTEE
1998

AMIYA BANERJEE
PRESIDENT

DIBYENDU BHATTACHARYYA
VICE PRESIDENT

ASIM DATTA
SECRETARY

ALOK MITRA
TREASURER

RATAN MAITRA
SPL. MEMBER/CULTURAL SECY.

TINA BISWAS
YOUTH COORDINATOR

BOARD OF TRUSTEES

JITEN DEY
BISHNU DE
HIRAN DUTT

THE YEAR IN REVIEW

January - Saraswati Puja
April - Naba Barsha
May - Rabindra & Nazrul Jayanti
June - Tiner Talwar
July - Banga Sammelan
August - Shanu Roy Chowdhury/Calcutta, Calcutta
September - Discussion Forum

Ma Durga

Joydeep Dey

Dark stare, your glance for a single moment is a lifetime's worship
Meaningless desires pile like the ashes of burning incense.
Your dark enigmatic eyes strong with victory and authority,
Stare at my sole as it beats impatiently.
Your multiple arms cast a shadow over my existence.

A flood of figures draped in red sarees pass before you,
Grabbing your attention with five holy lamps.
Our palms join before your pure and solemn stare,
We pray not to be born again after this.
Your visage a single glimmer of hope among thousands of worshipping faces.

Down by the waters edge, a shadow of your existence flashes before us,
Countless people come rushing, drowning and choking you grow less intense,
Cast into the vast river of life and death
It swallows you whole, and rages on,
The sand settles back, but you are nowhere to be seen.

প্রৌঢ় প্রলাপ

কল্যাণ দাশগুপ্ত

(১)

কে জানে
যে-পথে
সে-পথেই
ধরেছি
উৎরাই;
সবেগে,

হঠাৎ কেন পড়ল মনেঃ
চলার শুরু জন্ম ক্ষণে, (ক্ষণেঃ "~খনে" উচ্চার্য)
টপকে কখন পাহাড় চূড়ো
রাস্তা নামার, এবার পুরো
নামছি এখন গড়ান দিয়ে
পড়ছি যেন পা পিছলিয়ে।

আজ আরও
দুনিয়ায়
অধমের
বড়রা
এদিকে
যাতে তাই
ছোঁড়াদের
ন'ড়ে যাই
বুড়োদের
শ্রীঠ্যাঙে
অথচ,
প্রণামের

পাচ্ছি সাড়া মনের কোণে
বেশীর ভাগই মানুষজনে
চাইতে ছোট, ক্ষুদ্রতর,
সংখ্যালঘু, বিরল বড়!
ভাবটা, যেন ছোটই আছি,
মজা মিঠাই পেলেই নাচি।
সঙ্গে জুটে, ইচ্ছা বুকে,
যেমন খুশি মনের সুখে;
দেখলে ঠেকাই লুটিয়ে প'ড়ে
সটাক মাথা সুরুৎ ক'রে!
যতই তাকাই পায়ের প্রতি,
পা মেলেনা, কী দুর্গতি!

গেল কই
পড়েছে
যেগুলোর
ভেবেছি,
জদ্দরত
দেখা দেয়
ভেবেছি
সে-আমি
আহা রে
দেখেছি
সে-দিনের
সে-দিনের
ছোঁড়াদের
যামেশাই

সে-দিন গুলো, ভাবছি ব'সে
যে-দিনগুলো সটকে খসে,
ছোঁওয়ায় আমার আসল আমি,
লুকিয়ে আছে, যেমন দামী
আলমারিতে, সঙ্গোপনে,
কোথাও কোনও শুভক্ষণে;
ঠিক কোনওদিন সময় হ'লে
যাজির হবে, উঠবে জ্বলে।
সেদিন আশার চমকানিতে
সেই আমাকেই ইনাম নিতে!
খবর রাখে কেই বা কহ,
শুনতে কথা কার আগ্রহ?
ভাবটা তো এই, বুড়্চাগুলো
বুড়্চা ছিল, চামড়া-ঝুলো!

সে-আমির
খামোখাই

পথ চেয়ে আর প্রতীক্ষাতে
ঘুম ভেঙে যায় গভীর রাতে।

তবে কি,
হত না
যদি সে
হত সে
যে-বুড়োর
সে যদি
লোকে তার
পেয়ে যায়

বৃদ্ধ যদি হওয়াই গতি
বৃদ্ধ হলেও তেমন ক্ষতি,
বৃদ্ধ হত কেউকেটা আর
হাজার রকম গুণের আধার।
দিন কেটেছে মস্ত কাজে,
সন্ধ্যারাতে বকেও বাজে,
কথায় খোঁজে হীরের খনি
হেথায় হোথায় মুক্তা মণি।

অথচ,
চিরদিন
আমাদের
সে-কথা
সে-মানুষ
বলে জ্ঞান

রাজ্যে তোমার, হায় বিধাতা,
রয়েই গেলাম ব্যাঙের ছাতা!
মনের কথা মনেই থাকে,
বলতে গেলেই, বলছি যাকে,
সটান তুলে অমনি ভুরু
আবার দেওয়া করল শুরু।

এ-ফারাক
প্রকৃতির
নাকি এর
এ-অমিল
অথবা
হয়েছি
এদিকে,
বলে মা
তবে মা,
আমারই

বুড়োয় বুড়োয়, কারণটা কি?
এসব শুধু খেয়াল নাকি?
কারণ আঁকা বংশাণুতে, (বংশাণুঃ gene)
পিতৃপুরুষ কারুর খুঁতে!
অধম বুঝি এই ভূতলে
আর জনমের কর্মফলে?
রামপ্রসাদের জন্মভূমিঃ
কর্ম আমার করছ তুমি!
কেমন বিচার, কুকাজ হলে
স্কন্ধে চাপাও পাপের থলে?

দুর্গাপূজা, ১৯৯৮।।

A poem by Tia Maitra
(A young member of the BCS)

My parents lived in India,
Brought up side by side,
With their cousins and family,
To each other they relied.

I was born in India,
Spent my first three years there,
Petted and pampered,
having so much fun,
Given the utmost care.

Then we moved to America,
Across by plane we rode,
I started school and made new friends,
brought up here as well,
Living our lives fully Americanized,
So many stories we could tell.

But our parents although living here,
Still kept their customs alive,
And passed their values down to us,
So they continue to survive.

I am living in America,
Learning and making friends here,
But I am still Indian,
And my culture I will persevere.

DENTAL CARE AT

MARYMOUNT
GARFIELD HTS. MED BLD

•COMPLETE FAMILY
•COSMETIC DENTISTRY
•DENTURES, IMPLANTS
•ACCIDENTS, TRAUMA
•SPORTS MOUTH GUARDS
•SNORING PROBLEMS
•TMJ PAIN

Same Day
Denture Repair

12000
McCracken Road

Marymount
Hospital
Medical Building

FLAVIA SRESHTA, D.D.S.

PROSTHODONTICS
Staff at C.W.R.U. Dental School

Saturday And Evening Hours

216-663-1090

মা

শিপ্রা সাহা

একটু তন্দ্রার মতো এসেছিলো, পাশের ভদ্রলোকের গম্ভীর গলার আওয়াজে সোজা হয়ে বসলেন মৃণালিনী দেবী ___ "মাসীমা নিউইয়র্কে পৌঁছুতে বেশী দেরী নেই, আঘন্টার মধ্যেই আমরা Kennedy Airport-এ নামবো, আপনার জিনিষপত্র সব গুছিয়ে নিন।" দমদম Airport-এ পাতানো মাসীমা ঘৃ ভদ্রলোক ওরফে Dr. Suman Das, মৃণালিনী দেবী যাকে প্রথম থেকেই সুমন নামে সম্বোধন করছেন ঘৃ দেখলে মনে হয় নিজের ছেলেরই বয়সী, স্বভাবেও ভদ্র, সেই প্লেনে ওঠা অবধি কতোইনা যত্ন করেছে। সত্যি, বিদেশ যাত্রার পথে এরকম পুত্রতুল্য সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা। কথায় কথায় জানতে পারলেন যে সুমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র, পাঁচ বছর আগে নিউইয়র্কের কোন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যায় গবেষণার কাজে আসে, ভেবেছিল পাঁচ বছরেই সমস্ত কাজ শেষ করে একেবারে দেশে ফিরে যেতে পারবে, কিন্তু তা আর হলোনা, অতএব মায়ের একান্ত অনুরোধে ৬ সপ্তাহের ছুটি নিয়ে একবার দেশে গিয়ে মাবাবাকে দেখে আসার সিদ্ধান্ত নিতে হলো, তার উপর বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছেনা ঘৃ এরমধ্যে একবার heart attackও হয়ে গেছে, বাবামায়ের একমাত্র সন্তান, কোনপ্রকারে অবুঝ মাকে সানত্বনা দিয়ে এসেছে ঘৃ ২/৩ বছরের মধ্যে সব কাজ শেষ করে দেশে ফিরে যেতে চেষ্টা করবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মৃণালিনী দেবী, সবাই তাই বলে, তারপর কোথা দিয়ে যে বছর কেটে যায় তা ছেলেও টের পায়না ঘৃ আর অবুঝ মাবাবাও ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে শান্তি পাবার চেষ্টা করেন ঘৃ শত হলেও ছেলের উন্নতির পথে তো আর বাধ দিতে পারেন না। নাঃ, দুঃখ করে লাভ নেই, মৃণালিনী দেবীকে এরকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি, একটি ছেলে বিক্রম কোল্‌কাতাতে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গেই থাকে, সেও কৃতি ছাত্র, সরকারি অফিসে managerial postএ আছে, পুত্রবধূ মীণাও কলেজের প্রফেসর ঘৃ সত্যি কথা বলতে কি বিক্রম, মীণা ও সাত বছরের নাতি সেন্টুকে নিয়ে খুবই সুখের সংসার ঘৃ হঠাৎ সেন্টুর কথা ভেবে মৃণালিনী দেবীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো। Airportএ ছেলের কি কান্না। "ঠাম্মু তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, তুমি চলে গেলে আমাকে কে গল্প বলবে?" কি

শারদ শুভেচ্ছায়...

গোপাল ও শিপ্রা সাহা

করে সাত বছরের নাতিকে বোঝাবেন নিউইয়র্কে ওনার আরও দুজন নানি নাতনি আছে, তাদের দিদার সঙ্গ চাই। হ্যাঁ, মেয়ে সাম্পা বিক্রমের অনেক বড় ঘৃ আজ প্রায় ১৬/১৭ বছর নিউইয়র্কে আছে। জামাই অরুণাভ ইঞ্জিনীয়ার, ফতে কাজ করে। ছেলে মেয়েও নিউইয়র্কে জন্মেছে। তবে দুজনেই বড় হয়েছে, মেয়ে রোমা high schoolএ আর ছেলে রনি junior schoolএ যাচ্ছে। আগে ছেলে মেয়ে নিয়ে অরুণাভ ও সাম্পা অন্ততঃ ২/৩ বছর অন্তর দেশে বেড়াতে গিয়েছে, এখন সেটাও প্রায় বন্ধ হোতে চলেছে। অবশ্য মেয়ে জামাইকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ছোটবেলাতে দেশে গিয়ে ছেলে মেয়েরা খুবই ভুগেছে, আর এখন বড় হয়ে নিজেদের বিভিণ্ন program নিয়ে ব্যস্ত। অতএব গত কয়েক বছর ঘরে সাম্পাই মাকে আমেরিকাতে বেড়িয়ে যাবার জন্য সাধ্য সাম্পা করে চলেছে। আট বছর আগে স্বামী বেঁচে থাকতে একবার আসার জন্য সব বন্দোবস্তো হলো, কিন্ত মিণাকে pregnant অবস্থাতে একলা ফেলে আসতে মন চাইলো না। তারপর স্বামীও গত হলেন, সেন্টুও দেখতে দেখতে সাত বছরের হয়ে গেল। সাম্পা আর কোন আপত্তি শুনতে চাইলো না, "আর কবে আসবে? এর পরে তো তোমার আসার ক্ষমতাই থাকবে না মা।" কথা ঠিক, আর বেশী দেরী করা উচিত হবে না। আসার আগে পাড়ার এক বান্ধবী বললেন, "ও দিদি, শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার পথে পাড়ি দিলেন, মেয়ের কি আবার বাচ্চা হবে? আমার দিদিও তো নাতি হবার সময়ে আমেরিকাতে গিয়ে ৬ মাস কাটিয়ে এল।" মৃণালিনী দেবী ও কথায় কোন আমোল না দিয়ে জোর গলায় বললেন, না, না, সেসব কিছু নয়, অনেক বছর ঘরে সংসারের জালে জড়িয়ে আছি, কোথাও যাবার সুযোগ হয়নি, তাই মেয়ের ইচ্ছা ওখানে গিয়ে একটু ঘুরে আসি।"

হঠাৎ চিন্তাধরাতে বাধ পড়লো। সুমন বললো, ক্ষমাসীমা, আমরা এসে গেছি, প্লেন নীচের দিকে নামছে।" মৃণালিনী দেবী গোছানো ব্যাগটা আর একটু গুছিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বয়স হয়েছে, বেশী উত্তেজনা সইবে কেন? তবু বুকের মধ্যে টিপ্‌টিপ্ করতে লাগল। আজ ছ'বছর ঘরে ওরা দেশে যায়নি, না যেন কতো বদলে গ্যাছে! ফোনে অবশ্য মাঝে মাঝে কথা হয়েছে, কথাটা বেশীরভাগই মা বাবার সঙ্গে ঘৃ দু'পক্ষেরই কুশল সংবাদের আদানপ্রদান, আর নাতি নাতনির সঙ্গে হাই হ্যালো পর্য্যন্ত। বুঝতে পারছেন দিদার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো বয়স চলে গেছে। হঠাৎ শরীরে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলেন ঘৃ তিন পাক খেয়ে প্লেন নিউইয়র্কে কেনেডি airportএ নামলো। সুমন বলল ব্যস্ত হবেন না মাসীমা, এটা নিউইয়র্ক airport, gateএযেতে যেতে আরও আধঘন্টার ধাক্কা, ধৈর্য্য ঘরে অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। মনে মনে হাসলেন মৃণালিনী দেবী ঘৃ সুমন কি ভুলে গেল যে উনি কোল্‌কাতা থেকে আসছেন, যেখানে একটা বিল জমা দিতেই অর্ধেকটা

WARMEST GREETINGS TO
MEMBERS OF THE
BENGALI CULTURAL SOCIETY

For Esthetic & General Dentistry Needs

CHRISTINA G. VENIZELOS, D.D.S.

29101 Health Campus Drive, Suite 375
Westlake, Ohio 44145
440/835-6220

HOURS BY APPOINTMENT

দিন শেষ হয়ে যায়।

Airportএর সব ঝামেলা চুকিয়ে মালপত্র সহ বাইরে এসে দাঁড়ালেন মৃণালিনী দেবী। অবশ্য সুমনই সব টানাটানি করে করে দিলো। সত্যি ছেলেটা বড়ো ভালো, এই দু'দিনে কেমন আপন করে নিয়েছে। মাকে দেখে মেয়ে জামাই দু'জনেই দৌড়ে এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। "আহা করো কি," ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মৃণালিনী দেবী, মনে মনে খুশিও হলেন। যাক্, এতো বছর পরেও বাঙ্গালী রীতি ভোলে নি। একটা ছোট কাগজে নিজের টেলিফোন নাম্বারটা লিখে সুমন মৃণালিনী দেবীর হাতে গুঁজে দিয়ে বললো, ক্ষমাসীমা চললুম, আমার বন্ধু নিতে এসেছে, ফোন করবেন, কোন এক সময় গিয়ে লুচি মাংস খেয়ে আসব।"

গাড়ীর পেছনে মালপত্র সব তুলে দিয়ে অরুণাভ শাশুড়ীর দিকে এগিয়ে এল, "আসুন মা, আপনি পেছনে রোমা ও রনির মাঝখানে বসুন, নতুন করে নাতি নাতনির সঙ্গে আলাপ জমান, অনেক বছর পরে আপনাকে পেয়ে ওরা খুবই খুশি।" সত্যিই তো! এতো হৈ চৈএর মধ্যে নিজের নাতি নাতনির সঙ্গে কথা বলার সুযোগই হয় নি। দু'জন দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, বাইরের দৃশ্য দেখছে, গাড়ীও বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে চলেছে নিউইয়র্কের hiway ধরে ঘ্ সাম্না বলল airport থেকে বাড়ী যেতে প্রায় দেড় ঘন্টা লাগবে, এখানে এরকমই হয়, New York Cityতে কেউ থাকতে চায় না, ভীষণ হটগোল, তাছাড়া বাড়ীও খুব expensive। তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ ঘ্ অবশেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল রনি, মুখটা ফিরিয়ে বলল, "Hi Dida, how are you?" কথা শেষ করার আগেই সামনে থেকে সাম্না ছেলেকে ধমকে উঠলো, "কি হচ্ছে কি? কতোবার বলেছি, দীদা ইংরেজি বোঝেন না, বলতেও পারেন না, বাংলাতে জিজ্ঞেস্ করো।" মৃণালিনী দেবী থতোমতো খেলেন ঘ্ সাহস করে বলতে পারলেন না, "ছেলেকে বকছিস কেন? ও যেমন পারে তেমনই বলুক।" নিজেকে সামলে বললেন, "হ্যাঁ দাদুভাই ভালোই আছি, বাড়ী গিয়ে অনেক গল্প করবো, তোমার বন্ধুবান্ধবদের, তোমার স্কুলের কথা শুনবো।"

অবশেষে এই দেড় ঘন্টার journeyও শেষ হলো। গাড়ী হামাগুড়ি দিয়ে garageএ ঢুকলো। বাড়ী ঢুকে সাম্না খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এই বয়সে মা অনেকটা journey করে এসেছেন, খুবই ক্লান্ত, মা হোক করে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়াই ভালো। ছেলেমেয়ের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললো, "ওরে তোরা দীদার জিনিষপত্র সব ঘরে এনেছিস তো? দীদাকে bathroomটা দেখিয়ে দিয়েছিস?" সেদিক থেকে কোন ত্রুটি নেই, ছেলেমেয়েদের ভালো শিক্ষাই দিয়েছে সাম্না, মুহূর্তের

মধ্যে সুটকেস, ব্যাগ সব দীদার ঘরে এসে গেল এবং ঘর গোছানো হয়ে গেল। চোখেমুখে জলের ছিটে দিয়ে bathroom থেকে বেরুলেন মৃণালিনী দেবী। রান্নাঘরে এসে দ্যাখেন, সান্ধা খাবার গরম করছে, যে মেয়ে কোনদিন রান্নাঘরে ঢোকেনি আজ সে কতরকমের রান্না শিখেছে গর্ব্ব হয় বৈ কি। হঠাৎ সান্ধা মাকে রান্নাঘরের এককোণে নিয়ে গেল, ফিস্‌ফিস্ করে বললো, "মা, তুমি যতদিন থাকবে, রোমা ও রনির সঙ্গে পরিস্কার বাংলা বলবে, এই বয়সে বাংলাটা রপ্ত করে নিলে আর ভুলবে না।" মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃণালিনী দেবী চমকে উঠলেন, এ কার গলার স্বর শুনছেন, সামনে দাঁড়িয়ে কে কথা বলছে? এ কি নিজেরই প্রতিবিম্ব? অনেক বছর আগে এরকমই আরেকজন মা English medium schoolএ পড়া ছেলেমেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে বলেছিলেন, "বাংলা তোমাদের মাতৃভাষা, বংলাভাষাকে কখনও অবহেলা করবে না, আমি চাইনা তোমরা নিজেদের মধ্যে কখনও ইংরেজিতে কথাবার্তা বলো।" মাকে একটা ঝাকুনি দিয়ে সান্ধা আবার বললো, "মা, আমার কথা বুঝতে পারছ তো? মেয়ের জন্য এটুকু করতে পারবে না?" নিশ্চয়ই, মা হয়ে আর এক মায়ের ইঙ্গিত বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো নামৃণালিনী দেবীর। কলিকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের ইংরেজিতে M.A. পাশ করা মৃণালিনী দেবীকে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে ইংরেজি না জানার, ইংরেজি না বলার ভান করতে হবে। কেমন দুর্বল বোধ করলেন ___ সাহস সঞ্চয় করে মেয়েকে বলতে পারলেন না, "কেন এসব ঝামেলা করছিস? নিজেরা তো কোনদিন দেশে ফিরবি না, ছেলেমেয়ে তো দূরের কথা ঘু আর বাংলা বলতে না পারলে ওদেরই বা কি অসুবিধে?" না, এ কখনও বলা যায় না, মা হয়ে মেয়েকে তো সে শিক্ষা তিনি দেন নি। ওদিকে অরুণাভ চেঁচিয়ে বললো, "মা, আসুন খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।" মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি সান্ধা যখন পোয়াতি ছিলো তখনই আসা উচিত ছিলো? অন্তত: এই ভাষার গণ্ডগোলে পড়তে হতো না। ভাবতে ভাবতে মৃণালিনী দেবী dining roomএর দিকে পা বাড়ালেন।

DEV SANGHA SEVA PRATISTHAN

&

ACHARYA SAUMYENDRANATH BRAHAMACHARY
SEND BEST WISHES TO
BENGALI CULTURAL SOCIETY OF CLEVELAND
FOR SRI SRI DURGA PUJA

You are cordially invited to visit Dev Sangha Ashram at Deoghar, India. For more information and to support DSSP's National School, Divine Smile (center for handicapped children), please contact:

Ramanuj Majumdar
011-91-33-467-8306
ramanuj_m@hotmail.com

Subhen Mukhopadhyay
440-446-9909
subhen@liso.dnet.ge.com

আমেরিকায় বাঙালী

যাযাবর

জগাতে ঘরছাড়াদের পিছনে যে প্রেরনা থাকে তা হয় ক্ষুধার নয়তো মেধার। বিগত শতকে তামিলেরা গেছে লঙ্কায়, তেলেগুরা মালয়ে। উত্তর প্রদেশের দেহাতী অঞ্চল থেকে হাজারো আদমী গিয়ে মকান বানিয়েছে ফিজি বা ওয়েস্ট ইন্ডিজে। চায়ের বাগান, রবারের বন বা আখের ক্ষেত-খামারে খেটে পেট চালাবার তাগিদে। বাঙালীরা সেদলে ছিলনা।

'ঘরকুনো' বাঙালীদের ঘরের বাইরে পা বাড়াবার মূলে ছিল একটা নূতন এবং শক্তিমান সভ্যতার সংঘাত। ইংরেজের আগমনে সে সভ্যতার সূচনা। ইংরেজী ভাষা ছিল তার বাহন। বাঙালীরা আপনি সেধে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করেছিলেন। মেকলে ছিলেন তাঁদের সহায়।

ইংরেজী শিক্ষার হাওয়া লেগে বহির্বিশ্বের পানে তাঁদের জানালা খুলে গেল এবং সেই উন্মুক্ত বাতায়ন পথে বাঙালীর ঘরেতে ভ্রমর এল পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প বিপ্লবে ফুল জাগানোর খবর নিয়ে।

মনের আগল খুললে গৃহের দরজাও বন্ধ থাকেনা। অচিরেই তাঁরা বাংলা মায়ের শ্যামল অঞ্চল থেকে ভারতমাতার বৃহত্তর অঙ্গনে ঠাঁই নিলেন 'প্রবাসী বাঙ্গালী' নামে একটা বিশিষ্ট সমাজ ও সংজ্ঞা গড়ে উঠল। একালের বিদেশী বাঙ্গালীদের তাঁরা পূর্বসূরী নন - রেসিডেন্ট বাঙ্গালীর তাঁরা fore-runner.

ব্রিটিশ আমলে বিদেশ অর্থে আমরা বুঝেছি বিলাত। সেটা ছিল আমাদের intellectual mecca. আমরা অক্সফোর্ডে নিয়েছি ডিগ্রী, লিঙ্কন্স ইনে সনদ, রয়েল কলেজ অব সার্জেন্সে ফেলোশিপ। কিন্তু সে দেশে আমরা ছিলাম স্টুডেন্ট বা টুরিস্ট। সেখানে আমরা বাস করেছি বসতি করিনি, সেখানে পকেট ঝেড়ে আমরা দেশে ফিরেছি; পকেট ভরে নয়।

স্বাধীনতার উত্তর কালে আমাদের বিদেশ যাত্রার ধারা পাল্টেছে। লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য দুদিক দিয়েই আমরা যেন হঠাৎ আবিষ্কার করলেম যে পৃথিবীর মানচিত্রে ব্রিটিশ আইলসের বাইরেও জায়গা মিলে যেখানে দেখার আছে, শেখার আছে এবং ইচ্ছা বা সুযোগ থাকলে থেকে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। চোখ খুলে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেম, মার্কিনে আজি খুলিয়াছে দ্বার। সে দ্বার Immigration-এর নয় বিজ্ঞান ও টেকনোলজির মনন ও মনীষার। বাস্তবিক মহামানবের সাগরতীরটা পৃথিবীর অন্য জায়গা থেকে সরে এসে ঠেকেছে স্ট্যাচু অব লিবার্টির পায়ের কাছে।

প্রথম পর্বে শিক্ষিত বাঙালী যাঁরা বিদেশে আ জানা গড়েছিলেন তাঁরা রুটি বা রুজির সন্ধানে সেখানে যাননি তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিপ্লবী। জার্মেনী, জাপান বা যুক্তরাষ্ট্রে তাঁরা আশ্রয় খুঁজেছিলেন স্বাধীনতার কারনে। বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু ও তারকনাথ দাশেরা দেশের জন্যই দেশত্যাগ করেছিলেন। কেউ দেশদ্ধারের প্রেরনায় বা পুলিশের তাড়নায়।

বিগত কয়েক দশকে এই মহাদেশের কর্ম যজ্ঞশালায় বহু সংখ্যক বাঙালী ক্রমে যোগ দিয়েছেন। কেউ করেছেন অধ্যয়ন, কেউ অধ্যপনা। কেউ ধর্ম বা দর্শনের ব্যাখ্যা কেউ ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়র। অনেকে আপিস ও কারখানায় ছোটো বড় মাঝারি ধাপের চেয়ার চেপে বসেছেন আপন কর্মকুশলতায় তাঁরা খ্যাতি ও বিত্ত লাভ করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বলা বাহুল্য, আমেরিকার সফলকাম বাঙ্গালীর পাশেই আছে এমন অনেক পরিবার যেখানে জীবন যুদ্ধে জয়ের পথ কুসুমকীর্ণ নয়। সেখানে সংগ্রাম আছে, দয়াহীন কঠিন প্রতিযোগিতার চাপে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ব্যার্থতার গভীরে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। মানুষ তো 5th এ্যভিনিউর দোকানের শোকেস নয় যে কেবল চোখ ঝলসানো স্যাম্পেলেই ঠাসা থাকবে। সরেস ও নিরেস এই দুই নিয়েই বিশ্ববিধাতার অনুপম সৃষ্টি বিরাট মনুষ্য জাতি। দেশে বা বিদেশে বাঙালী তার ব্যাতিক্রম নয়।

সকল দেশ ও সকল কালেই প্রথম প্রজন্মের দেশা ন্তরিত, ইরেজিতে যাদের বলা হয় first generation expatriate, তারা মনের দিক দিয়ে কিছু পরিমানে নি:সঙ্গ। যথেষ্ট অর্থ, প্রভূত আরাম, প্রচুর প্রাচুর্যের মধ্যেও তাদের মনের গহনে একটা সুক্ষ বেদনা বোধ জেগে থাকে। সে ব্যাথা নিজের আত্মসত্তা হারিয়ে ফেলার শঙ্কা। তাই পিছনে ফেলে আসা সমাজ ও সং স্কৃতির প্রতি মমত্ব প্রখর হয়। বিদেশেই বাংলা বইয়ের বেশী সমাদর, বাঙালী সাহিত্যিকের অটোগ্রাফের জন্য কাড়াকাড়ি। সেখানে বাংলা সিনেমার শো-তে প্রত্যহ হাউস ফুল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা সুচিত্রা মিত্রের গানের আসরে তিল ধারনের জায়গা থাকে না।

আমেরিকার বাঙালীরা মিলন সমিতি গড়েন, একাধিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন, ছেলেমেয়েদের জন্য বাংলা লেখা পড়ার ক্লাশ চালান। রবীন্দ্রজয়ন্তী এবং নজরুল জন্মোৎসব তাঁদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান, যেমন সরস্বতী পূজা, দূর্গোৎসব বা বিজয়া সম্মেলন। এসবের মধ্য দিয়ে তাঁরা অটুট রাখেন পিছনের যোগসূত্র স্বদেশ এবং স্বজাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে অক্ষুন্ন বন্ধন চিহ্ন।

In Appreciation

The Bengali Cultural Society expresses its sincere gratitude to all the advertisers and supporters for their generous participation in this year's celebration of Durga Puja and Lakshmi Puja.

It is hoped that the society will continue to be blessed with the same generousity and support in the years ahead.

Thank You.